দামুড়হুদায় এপিএ চুক্তির অধীনে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদার মজলিশপুর গ্রামে এপিএ চুক্তির অধীনে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত। বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের মজলিশপুর গ্রামে মঈনুল মেম্বারের বাড়ীর পাশে এপিএ চুক্তির অধীনে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সহকারী তথ্য অফিসার রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে এপিএ চুক্তির অধীনে মহিলা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য অফিসার আমিনুল ইসলাম। এসময় তিনি নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মঈনুল ইসলাম, আবুল বাশার, সিরাজুল ইসলাম সহ উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দামুড়হুদায় প্রযুক্তির যুগে বিলুপ্তির পথে গরু দিয়ে হালচাষ

দামুড়হুদায় অতীতে হালচাষের গরু ও মহিষ দেখা যেত গাঁয়ের মেটোপথে-প্রান্তরে। বর্তমান যুগে পশু দিয়ে হালচাষের পরিবর্তে এসেছে মেশিন-ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি। এজন্য নতুন প্রজন্মের অনেকেই জমিতে গরু দিয়ে লাঙল কিংবা মই টানা দৃশ্যের সঙ্গে অপরিচিত। প্রযুক্তির যুগে বিলুপ্তির পথে চিরচেনা এই পদ্ধতি। সে সময় গরু-মহিষসহ বিভিন্ন গবাদি পশু দিয়ে লাঙল ও মই টানার মাধ্যমে হাল চাষের বিকল্প ছিল। কৃষকরা ভোরবেলা মাঠে গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে হাল চাষ করতেন।

কিন্তু এখন সেই অবস্থা নেই। জমিতে চাষাবাদ পুরোপুরিভাবে আধুনিক

হয়ে যাওয়ায় কম সময়ে লাভ বেশি হলেও মাঠ থেকে যেন হারিয়ে গেল চিরচেনা এক রূপ, কৃষকদের ঐতিহ্য।

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের কয়েকজন কৃষক বলেন, আগে দিনভর গরু দিয়ে হাল চাষ করতাম। কিন্তু প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে এখন অল্প সময়ে চাষবাদ শেষ করার জন্য আর আগের সেই পদ্ধতিটি ব্যবহার হয় না। এতে ফলনও বেড়েছে। তবে মাঝেমধ্যেই সেই সুন্দর দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যায়।

এদিকে, গরু দিয়ে হালচাষের মাধ্যমে সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন কয়েকজন চাষি। এদের মধ্যে একজন হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রামের সুন্নত মিয়া। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন বয়স্ক কৃষক এখনও গরু দিয়ে হালচাষ করি। এতে সময় বেশি লাগলেও আমরা পুরোনো পদ্ধতিটি ধরে রেখেছি।

উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর নওদাপাড়ার রমজান আলী বলেন, কালের বিবর্তনে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য হালচাষ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। কাক ডাকা ভোরে কৃষকরা লাঙ্গল কাঁধে এক জোড়া গরু/মহিষ নিয়ে বেরিয়ে যেত মাঠের জমিতে হালচাষ করার জন্য। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমিতে কৃষকের লাঙ্গল দিয়ে হালচাষ, সঙ্গে ভাটিয়ালি-পল্লীগীতি গানের মধুর সুর মাতিয়ে রাখতো হাট-ঘাট ও মাঠ। কৃষাণীরা সাজিয়ে নিয়ে যেতেন সকালের নাস্তা পিয়াজ কাঁচা মরিচ দিয়ে পান্তাভাত ও দুপুরে গরম ভাত। কৃষাণীদের সকালের পান্তাভাত নিয়ে যেতে দেরী করলে কৃষকেরা রসিকতার গান ধরতো ‘এতো বেলা হয় ভাবীজান পান্তা নাই মোর পেটে… রে…’। এটাই ছিল গ্রামবাংলার কৃষাণ-কৃষাণীর চিরাচরিত অভুতপূর্ব দৃশ্য। এখন এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে পড়ে না বললেই চলে।

হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রামের হারেজ আলী বলেন, এবারও আমার জমি গরু দিয়ে হালচাষের মাধ্যমে আবাদ করেছি। এলাকার সবাই এ পদ্ধতি বাদ দিলেও আমি ধরে রেখেছি। সামনের দিনেও এভাবে হালচাষ করে যাব।

এছাড়াও উপজেলার আব্দুর রহমান, লুৎফর রহমান,আলী হোসেন, জয়নাল হোসেনসহ আরো কৃষকরা জানান, গরুর লাঙ্গল দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৪৪ শতাংশ জমি চাষ করা সম্ভব। আধুনিক যন্ত্রপাতির থেকে গরুর লাঙ্গলের চাষ গভীর হয়। জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও ফসলের চাষাবাদ করতে সার, কীটনাশকের সাশ্রয় হয়। কষ্ট হলেও গরু দিয়ে হাল চাষ করতে খুব ভাল লাগত। এখন মনে পড়লেই কষ্ট হচ্ছে। ফিরে পাবনা আর সেই পুরনো দিনগুলো। এভাবেই ধিরে ধিরে হারিয়ে যাবে আমাদের গ্রাম বাংলার

ঐতিহ্য।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, গরু-মহিষের পরিবর্তে কলের লাঙলের চাষাবাদে সময় কম লাগে, উৎপাদনও বেশি হয়। এ উপজেলার প্রায় শতভাগ জমি এখন যান্ত্রিক উপায়ে চাষ হয়।

দিন বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে মানুষের জীবনধারা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে পাল্টে যাচ্ছে সব কিছুই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে কৃষকদের জীবনেও এসেছে নানা পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের ছোঁয়াও লেগেছে কৃষিতে। তাইতো কাঠের লাঙ্গলের পরিবর্তে এসেছে ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে চলছে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলছে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম। সারিবদ্ধ ভাবে লাইন দিয়ে যুবক-যুবতীরা নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

জানাগেছে জেলা নির্বাচন অফিস এর আন্ডারে অস্থায়ী নিয়োগে টিম লিডার মিজানুর রহমানের তত্ত্বাবধানে মোট ৮ জন সদস্যের মাধ্যমে চলছে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম। এই টিমে কাজ করছেন যথাক্রমে- শাকিবুর রহমান, সাউদা, ইকবাল, রকিবুল, ইকরামুল, ইয়ামিন, রাশেদ ও প্রিন্স।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শামীম রেজা সহ সকল ইউপি সদস্য বৃন্দ।

১০ তারিখ সকাল ৮টা থেকে শুরু করে ১৫ তারিখ পর্যন্ত টানা ৬ দিন চলবে এই কার্যক্রম। ১২ তারিখ ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড, ১৩ তারিখ ৭ নং

ওয়ার্ড, ১৪ তারিখ ৮ নং ওয়ার্ড ও ১৫ তারিখে ৯ নং ওয়ার্ডের নতুন ভোটার হালনাগাদ হবে। ১৬ এবং ১৮ তারিখ ওপেন ডে। এই দুই দিন দামুড়হুদা উপজেলার যে সকল নতুন ভোটার বাদ পরেছে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

অর্থাৎ বাদ পড়া সকল ভোটার অংশ গ্রহণ করতে পারবে। প্রথম দিন নারী পুরুষ সহ মোট ৩৬৫ জন নতুন ভোটার হন। এর মধ্যে নারী ১৫৩ জন এবং পুরুষ ২১১ জন। গতকাল ৩৯৭ জন নতুন ভোটার হালনাগাদ হয়। এর মধ্যে নারী ২০৯ জন এবং পুরুষ ১৮৮ জন। গত দুই দিনে নারী পুরুষ সহ মোট ৭৬২ জন নতুন ভোটার হালনাগাদ হয়। এর মধ্যে মোট নারী ৩৬২ জন এবং মোট পুরুষ ৩৯৯ জন।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন, যুবক-যুবতীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাইন দিয়ে নতুন ভোটার হালনাগাদে অংশ গ্রহণ করেন। যতক্ষণ নতুন ভোটার লাইনে ছিল ততক্ষণ কার্যক্রম চলছে সর্বশেষ কার্যক্রম চলছে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা পর্যন্ত।

দামুড়হুদার সুবলপুরে সরকারি ড্রেনের উপর ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া

দামুড়হুদার সুবলপুরে সরকারিভাবে নির্মাণকৃত ড্রেনের উপর ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার অভিযোগ উঠেছে আবু বক্কর ছিদ্দিক নামে ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আবু বক্কর সিদ্দিক দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবলপুর গ্রামের মৃত নজির হাজির ছেলে।

এলাকাবাসীর অভিযোগের পেক্ষিতে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবলপুর গ্রামের আবু বক্কর ছিদ্দিক গত কয়েকদিন আগে সরকারিভাবে নির্মাণকৃত পানি নিষ্কাশনের ড্রেনের উপর প্রভাব খাটিয়ে ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। স্থানীয়রা সরকারি স্থাপনার উপর ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া দিতে নিষেধ করলে সে তাদের কথার কোনো তোয়াক্কা না করেই ইটের গাঁথুনির উপর

কাটাতারের বেড়া দেয়। যার ফলে ওই রাস্তায় চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

এবিষয়ে আবু বক্কর ছিদ্দিক বলেন, আমি আমার জমির উপর নির্মাণকৃত ড্রেনের উপর ইট গেঁথে আমি খু্টরি গায়ে কাটাতার দিয়ে বেঁড়া দিয়েছি। এখানে কারো কোনো সমস্যা তো হওয়ার কিছু দেখছি না। আপনাদের সমস্যা কিসের।

এবিষয়ে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বলেন, বিষয় টা আমার জানা নেই , আপনাদের কাছে শুনলাম আমি আগামীকাল ঘটনা স্থলে নিজে যাব যদি সত্যতা মেলে তাহলে আইনে যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা-গেদে সীমান্ত সড়ক পথে ভিসা চালুর দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা-গেদে চেকপোস্ট দিয়ে সড়ক পথে ভারতীয় ভিসা চালুর দাবি জানিয়ে মানববন্ধন করেছে ।

গতকাল সোমবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় দর্শনা নাগরিক কমিটির আয়োজনে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয় । প্রায় ঘণ্টাখানেক সড়কে দাড়িয়ে এ মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে ভারতীয় ভিসা পুনরায় চালুর দাবি জানানো হয়।

বক্তারা বলেন,বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশের সকল স্থলবন্দর ও চেকপোস্ট সাময়িক বন্ধ ঘোষনা হয়। করোনা পরিস্থিত স্বাভাবিক হয়েছে, দেশের সকল বন্দর চালু হয়েছে। কিন্তু অজানা কারণে আজও দর্শনা পথ চালু হয়নি। এতে দুর্ভোগে পড়েছে দুক্ষন-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তত ২৫ জেলার মানুষ। তাই লাখ লাখ মানুষের এই ভোগান্তি লাঘবে দর্শনা-গেদে চেকপোস্ট চালু করতে হবে।

বক্তারা মানববন্ধন থেকে পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে ১৫ অক্টোবর চেকপোস্ট এলাকায় অনশন কর্মসূচী ঘোষণা দেন। এবং অবিলম্বে এই দাবি মানা না হলে বৃহত্তর কর্মসূচির হুসিয়ারী দেন বক্তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মাহফুজুর রহমার মনজু, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, দামুড়হুদা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ইউনিটের সাবেক কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার দামুড়হুদা উপজেলা প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম , হানিফ মন্ডল এর উপস্থাপনায় আরো বক্তব্য রাখেন, সংবাদপত্র এজেন্ট মফিদুল আলম ও দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে বি এস এফে’র গুলিতে এক বাংলাদেশী নিহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ছোট বলদিয়া সীমান্তে বি এস এফ’র গুলিতে মুনতাজ আলী (৩৫)নামের এক বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। নিহতের লাশ বি এস এফ ভারতীয় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বি এস এফ।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মুনতাজ আলী
(৩৫) তার স্ত্রী বাড়িতে না থাকায় কয়েক জন সঙ্গীদের সাথে অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে মহিষ নিয়ে আসছিলেন। এসময় রাতের আধারে ৪ টি মহিষ নিয়ে ৮২/৮৩ মেইন পিলালের মধ্যেবর্তী তিন নং সাব পিলারের নিকট পৌছালে ভারতীয় বি এস এফ চোরাচালানীদের উপস্থিতি টের পেয়ে ৭/৮ রাউস্ড গুলি চালায়। এতে বিএসএফের গুলিতে মুনতাজ আলী ঘটনাস্থলে নিহত হয়।

এলকাবাসিরা বলেন দিনগত রাত ১২ টার দিকে ৪ টি মহিষ নিয়ে

আসছিলো।ইতিমধ্যে ৩ টি মহিষ বাংলাদেশ সীমান্তে পৌছিয়েছে। এর মধ্যে একটা মহিষ নিয়ে আসতে গিয়ে বি এস এফ তার লক্ষ করে গুলি ছোড়ে।গুলিতে তার বুকের উপর লাগলে ঘটনাস্থলে নিহত হয় মুনতাজ আলী। তার মৃত্যর সংবাদ গ্রামে পৌছালে স্বজনদের কান্নায় ভারি হয়ে ওঠে এলাকার আকাশ বাতাস।

এ ঘটনায় ভারতের কৃষ্ণগঞ্জ থানার ওসি বাবিন মুখার্জী জানান,৯ অক্টোবর রোববার সকাল ১০ টায় ৩ এস পিলারের নিকট থেকে বি এস এফ’র গুলিতে নিহত বাংলাদেশী এক মহিষ ব্যবসায়ীর মরদেহ থানায় হস্তান্তর করেছে বিএসএফ সদস্যরা। অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে মহিষ নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে জানায় বিএসএফ সদস্যরা ।

এবিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর জানান একটি গুলিবিদ্ধ মহিশ সহ মুনতাজের লাশ বিএসএফ সদস্যরা উদ্ধার করেছে বলে জানতে পেরেছি, তবে মুনতাজের মরাদেহ বাংলাদেশে আনার আইনগত প্রক্রিয়া চালাচ্ছি। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি পরিচালক লে. কর্নেল শাহ মোহাম্মদ ইশতিয়াক জানান, ঘটনাটি শুনেছি। আমরা বিএসএফ’র সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে রঘুনাথপুর একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ১০ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ১০ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে লোকনাথপুর একাদশ বনাম রঘুনাথপুর একাদশ।

খেলায় লোকনাথপুর একাদশ কে ৫-০গোলে হারিয়ে প্রথম রাউন্ডে বিদায়

জানালো রঘুনাথপুর একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ১৯৬১ সালের জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের গোল রক্ষক মুন্নাফের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় রঘুনাথপুর একাদশের ১০নং জার্সি পরিহিত দিপু কে।

প্রধান অতিথি ৯০ বছর বয়সের গোল রক্ষক মুন্নাফ বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। একজন ভালো খেলোয়াড় হতে হলে, সেই ব্যক্তিকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কোন কিছুর ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যারা যত প্র্যাকটিস করেছে তারা তত জয় লাভ করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো,মালেক ভুঁইয়া, আব্দুল খালেক, রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ ও আজমল।

দামুড়হুদার পুরাতন বাস্তপুর

গ্রামে জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা চেয়ারম্যান

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের পলাশ পাড়ার বাসিন্দাদের জলাবদ্ধতায় আটকে থাকা পানি নিষ্কাশনের সমাধান ও দ্রুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

গতকাল শুক্রবার বেলা ৫টার দিকে তিনি পানি আটকে থাকার স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি পানি নিষ্কাশন এর জন্য শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি সেকে বাইরে বের করে দিয়ে এর সমাধান করে দেন। সেই সাথে গ্রামবাসীর যেন চলাফেরা বা কাজকর্মে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয় তার জন্য স্থায়ীভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য দ্রুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেন।

হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সিরাজ বলেন, এখানে প্রায় দুই মাস পানি আটকে আছে। খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু ঘটনাস্থলে এসে শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি থেকে বাইরে ফেলে দেন এবং আগামী এক মাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা অপু সরকার, সবুজ। স্থানীয় বাসিন্দা আবু তালেব, শহিদুল ইসলাম, মিজানুর রহমান সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে উকতো একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম

রাউন্ডের ৯ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ৯ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে গোবিন্দহুদা একাদশ বনাম উকতো একাদশ। খেলায় গোবিন্দহুদা একাদশ কে ২-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় উকতো একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়ার হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় উকতো একাদশের ৭নং জার্সি পরিহিত রাজা কে।

প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়া বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। একজন ভালো খেলোয়াড় হতে হলে, সেই ব্যক্তিকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কোন কিছুর ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যারা যত প্র্যাকটিস করেছে তারা তত জয় লাভ করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো,মালেক ভুঁইয়া, আব্দুল খালেক, রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ। ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ ও আজমল।

আলমডাঙ্গায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান প্রকল্পে অনুদান প্রদান

আলমডাঙ্গায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় ভিক্ষুকদের গবাদি পশু ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার উপজেলা প্রশাসন ও সমাজ সেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ থেকে প্রাপ্ত এ আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।
এ সময় ৪জন ভিক্ষুককে ৪টি গরু,১ জনকে পাখি ভ্যান,২ জনকে ৩ হাজার ও ২২ জন কে ২ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভপাতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, “বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন এ দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর। তিনি একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করছেন।” যাদের বাড়ি নেই তাদের বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছেন এবং যাদের জমি ও বাড়ি কিছুই নেই। তাদেরকে জমি লিখে দিয়ে সেখানে বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছেন। ভিক্ষুক মুক্ত দেশ গড়তে সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন। আপনাদের নগদ টাকা, গরু, পাখিভ্যান দেওয়া হচ্ছে। প্রধান মন্ত্রীর দেওয়া গরু যত্ন সহকারে লালন পালন করবেন। দেখবেন আর ভিক্ষাবৃত্তি করা লাগবে না। উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক সিদ্দীকা সোহেলী রশীদ, সহকারি পরিচালক আবু তালেব, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম, মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আখি, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য সিরাজুল ইসলাম, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, সহসভাপতি রিপন হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদব মাসুদ রানা তুহিন, ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, আশিকুজ্জামান অল্টু, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার নাজমুল হোসাইন। কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজা উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য মিজানুর রহমান মিজান, ফিল্ড সুপার ভাইজার নাজমুল হাসান পলাশ, আলমডাঙ্গা সমাজ সেবা অফিস উচ্চমান সহকারি

মনিরুজ্জামান, ইউনিয়ন সমাজকর্মি হাফিজুর রহমান, খোদা বকস, শহিদুল ইসলাম, রকিবুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, সালমা খাতুন, কারিগরি প্রশিক্ষক আব্দুল কাদের, শামিম আলী, কামাল হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও পরে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ২৪ জনকে আর্থিক অনুদানের টাকা দেওয়া হয়।